152

দৈনিক ই- কিলাব

তারিখ ... MAR. 09.2000

পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

এসএসসি পরীক্ষার ৬ষ্ঠ দিন অতিবাহিত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তাদের হুমকি-ধামকি কেবল মুখেই সীমিত হয়ে পড়েছে। এদিকে গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ প্রিন্সিপ্যাল আবদুস শহীদের নেতৃত্বে টঙ্গী, চান্দিনা, সালনা, ভাওয়াল-মির্জাপুরসহ বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন করে সেখানে নকলের দৌরাত্ম্য দেখে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

গতকাল মাদ্রাসা বোর্ডের দাখিল পরীক্ষায় আরবী ১ম পত্রে ১৩৮ কেন্দ্রে নকলের দায়ে আড়াই শতাধিক বহিষ্কৃত হয়েছে। টেকনাফে ২ জন শিক্ষককেও বহিষ্কার করা হয় এবং চকোরিয়ায় ১ জন পরীক্ষার্থী গ্রেফতার হয়। টাঙ্গাইলের সখীপুর কেন্দ্রে ১০/১২ জন ভুয়া পরীক্ষার্থী অন্য জেলা থেকে পরীক্ষা দিতে এসে ধরা পড়ে। নোয়াখালী সদর কেন্দ্রে ১০/১২ জন পরীক্ষার্থী মূল খাতা রাইরে পাঠিয়ে দিয়ে ফটোকপি করা খাতায় ডামি পরীক্ষা দেবার সময় ধরা পড়লে কয়েকজন পালিয়ে যায়। নোয়াখালীর সেনবাগ কেন্দ্রে কয়েকজন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কারের পর তাদের লোকজনের হুমকিতে কর্তব্যরত শিক্ষকরা দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জানায়।

ঝালকাঠি ৮ মার্চ জেলা সংবাদদাতা জানান, জেলার ৫টি মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে ৬ জন এবং দাখিল পরীক্ষার ৫টি কেন্দ্র থেকে ৮ জনসহ সর্বমোট ১৪ জন পরীক্ষার্থী গতকাল বহিষ্কার হয়েছে।

নওগাঁ থেকে জেলা সংবাদদাতা জানান, নওগাঁ সদরের কেন্দ্রগুলোতে নকলবিহীন ও শান্তিপূর্ণভাবে চলতি বছরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও জেলার অন্য ১০টি থানায় ব্যাপকভাবে নকল হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। আত্রাই কেন্দ্রে ৯ বস্তা ও বদলগাছি থানার একটি কেন্দ্রে থানা নির্বাহী কর্মকর্তা তল্লাশি চালিয়ে এক বস্তা নকল উদ্ধার করে পুড়িয়ে দিয়েছেন। এছাড়া জেলার সাপাহার থানার আই হাই মাদ্রাসার ৬৭ জন ছাত্রছাত্রী প্রবেশপত্র না পেয়ে দাখিল পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি। এ জন্য ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং থানা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবরে লিখিত অভিযোগ পেশ করে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সংবাদদাতা জানান, তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গতকাল নবাবগঞ্জ সরকারী কলেজে ছাত্রশিবির ও ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘটিত এক সংঘর্ষে একজন শিক্ষক আহত হয়েছেন। অপরদিকে পুলিশের কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপের ফলে হরিমোহন সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা বিঘ্নিত হয়।

জানা গেছে গতকাল সকালে উভয় গ্রুপের মধ্যে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে সামান্য হাতাহাতি হয়। এ খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে সকাল সাড়ে ১১টায় ছাত্রশিবিরের একটি মিছিল কলেজ চত্বরে প্রবেশ করার পর পরই ছাত্রলীগের সাথে সংঘর্ষ বেধে যায়। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে ইটপাটকেল নিক্ষেপের সময় কলেজের উদ্ভিদ বিভাগের শিক্ষক মোজাম্মেল হক আহত হন। পরবর্তীতে পুলিশ উভয় দলকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য ১২ রাউণ্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে।